২৫৮

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী
ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১

ঋওঅবি-১ সার্কুলার নং-০১/২০২০ তারিখ: ২৩.০১.২০২০

বিষয়: বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫/২০১৯ এর আওতায় ঋণ পুনঃতফসিল ও এককালীন এক্সিটের অনুমোদন ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক গত ১৬.০৫.২০১৯ তারিখে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫ এর মাধ্যমে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী/শিল্প উদ্যোক্তাগণের বিরূপভাবে শ্রেণিকৃত ঋণ পুনঃতফসিল অথবা এককালীন এক্সিট সুবিধা প্রদান বিষয়ে সার্কুলার জারী করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সূত্রোক্ত সার্কুলার এবং তৎপরবর্তীতে জারীকৃত এতদসংক্রান্ত সার্কুলার লেটারের নির্দেশনার আলোকে ঋণ পুনঃতফসিল ও এককালীন এক্সিট সংক্রান্ত অনুমোদন এ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গ্রহণ করা হচ্ছে।

বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫/২০১৯ এর আওতায় ঋণ পুনঃতফসিল ও এককালীন এক্সিট কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ঋণ পুনঃতফসিল ও এককালীন এক্সিট অনুমোদন ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব গত ১৬.০১.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত রাকাব, পরিচালনা পর্ষদের ৫০৯তম সভায় নিম্নরূপভাবে অনুমোদন করা হয়েছে:

ক্রঃ নং	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অনুমোদন ক্ষমতা
০১	পরিচালনা পর্ষদ	মূল ঋণের পরিমাণ নির্বিশেষে আরোপিত সুদ (স্থগিত সুদ) ও অনারোপিত সুদসহ মোট মওকুফযোগ্য সুদের পরিমাণ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকার উর্ধ্বে।
০২	ক) বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক (জোনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) খ) মহাব্যবস্থাপক (পরিচালন) (স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	মূল ঋণের পরিমাণ নির্বিশেষে আরোপিত সুদ (স্থগিত সুদ) ও অনারোপিত সুদসহ মোট মওকুফযোগ্য সুদের পরিমাণ ২,০০,০০১/- (দুই লক্ষ এক) টাকা হতে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত।
০৩	জোনাল ব্যবস্থাপক/ ব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, রাজশাহী	মূল ঋণের পরিমাণ নির্বিশেষে আরোপিত সুদ (স্থগিত সুদ) ও অনারোপিত সুদসহ মোট মওকুফযোগ্য সুদের পরিমাণ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত।

ঋণ পুনঃতফসিল (Reschedule) সংক্রান্ত শর্তাবলী:

- ব্যাংক কর্তৃক বিশেষ নিরীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত প্রকল্প/ঋণগ্রহিতা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত হয়েছে মর্মে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে আবশ্যিকভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।
- ৩১.১২.২০১৮ তারিখ ভিত্তিক মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত ঋণের বিপরীতে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা যাবে।
- ঋণ স্থিতির ন্যূনতম ২% হারে ডাউন পেমেন্ট নগদে গ্রহণ করতে হবে। ইতোপূর্বে সংশ্লিষ্ট ঋণের বিপরীতে আদায়কৃত কিস্তির অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।
- ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে অনারোপিত সুদের সম্পূর্ণ অংশ এবং স্থগিত খাতে রক্ষিত সুদ মওকুফ করা যাবে। তবে, মওকুফকৃত সুদ পৃথক ব্লকড (সুদবিহীন) হিসাবে স্থানান্তর করতে হবে। পুনঃতফসিলের শর্তানুযায়ী সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধের পর ব্লকড হিসাবে রক্ষিত সুদ চূড়ান্ত মওকুফ হিসেবে বিবেচিত হবে।
- পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে মওকুফ অবশিষ্ট ঋণ স্থিতির উপর ৯% হারে ১লা জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ হতে সুদ আরোপ কার্যকর হবে এবং কেইস টু কেইস বিবেচনায় ঋণ পরিশোধের সময়কাল সর্বোচ্চ ০১(এক) বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১০(দশ) বছর হবে।
- ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে মাসিক অথবা ত্রৈমাসিক কিস্তি নির্ধারণ করতে হবে। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী আনুপাতিক হারে আসল ও সুদ বিবেচনায় নিয়ে কিস্তির পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

(চলমান পাতা-২)

- ঋণ পরিশোধের জন্য ৯টি মাসিক কিস্তির মধ্যে ৬টি মাসিক কিস্তি অথবা ৩টি ত্রৈমাসিক কিস্তির মধ্যে ২টি ত্রৈমাসিক কিস্তি অনাদায়ী হলে এ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণীকরণ করতে হবে।
- পুনঃতফসিল পরবর্তীতে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাংক কর্তৃক নতুন করে ঋণ প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে ঋণ পুনঃতফসিল সংক্রান্ত বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫, তারিখ ২৩.০৯.২০১২ এর 6(a) ও 6(b) এ বর্ণিত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।
- ব্যাংক কর্তৃক এ সুবিধা প্রদানের তারিখ হতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে ব্যাংক ও ঋণগ্রহিতাকে সোলেনামার মাধ্যমে চলমান মামলার কার্যক্রম স্থগিতের জন্য যথাযথ আইনানুগ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তীতে ঋণগ্রহিতা প্রদত্ত সুবিধার কোন শর্ত ভঙ্গ করলে তার অনুকূলে প্রদত্ত সকল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং ঋণগ্রহিতার বিরুদ্ধে স্থগিত মামলা পুনরুজ্জীবিত করতে হবে (যদি মামলা দায়ের করা হয়ে থাকে)।
- এ সুবিধার আওতায় সংশ্লিষ্ট ঋণসমূহের বিপরীতে আরোপিত সুদ প্রকৃত আদায় ব্যতিরেকে আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে না।
- পুনঃতফসিল সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণটি Special RSDL under BRPD Circular No.-05/2019 হিসেবে সিআইবি'তে রিপোর্ট করতে হবে।
- CL-4 এর ৫নং কলামে তারিখের পাশাপাশি পুনঃতফসিল সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণটি Special RSDL হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

এককালীন এক্সিট (One time Exit) সংক্রান্ত শর্তাবলী:

- ব্যাংক কর্তৃক বিশেষ নিরীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত প্রকল্প/ঋণগ্রহিতা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত হয়েছে মর্মে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে আবশ্যিকভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।
- ৩১.১২.২০১৮ তারিখ ভিত্তিক মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত ঋণের বিপরীতে এককালীন এক্সিট সুবিধা প্রদান করা যাবে।
- ঋণ স্থিতির ন্যূনতম ২% হারে ডাউন পেমেন্ট নগদে গ্রহণ করতে হবে। ইতোপূর্বে সংশ্লিষ্ট ঋণের বিপরীতে আদায়কৃত কিস্তির অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।
- ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে অনারোপিত সুদের সম্পূর্ণ অংশ এবং স্থগিত খাতে রক্ষিত সুদ মওকুফ করা যাবে। তবে, মওকুফকৃত সুদ পৃথক ব্লকড (সুদবিহীন) হিসাবে স্থানান্তর করতে হবে। একাকলীন এক্সিটের শর্তানুযায়ী সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধের পর ব্লকড হিসাবে রক্ষিত সুদ চূড়ান্ত মওকুফ হিসেবে বিবেচিত হবে।
- এককালীন এক্সিটের ক্ষেত্রে মওকুফ অবশিষ্ট ঋণ স্থিতির উপর কষ্ট অব ফান্ড হারে ১লা জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ হতে সুদ আরোপ কার্যকর হবে এবং এককালীন এক্সিট সুবিধা প্রদানের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ৩৬০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহিতা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য ঋণ পরিশোধ করতে হবে। উক্ত সময়সীমার মধ্যে সমুদয় পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে এ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ব্যাংক কর্তৃক এ সুবিধা প্রদানের তারিখ হতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে ব্যাংক ও ঋণগ্রহিতাকে সোলেনামার মাধ্যমে চলমান মামলার কার্যক্রম স্থগিতের জন্য যথাযথ আইনানুগ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তীতে ঋণগ্রহিতা প্রদত্ত সুবিধার কোন শর্ত ভঙ্গ করলে তার অনুকূলে প্রদত্ত সকল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং ঋণগ্রহিতার বিরুদ্ধে স্থগিত মামলা পুনরুজ্জীবিত করতে হবে (যদি মামলা দায়ের করা হয়ে থাকে)।
- এ সুবিধার আওতায় সংশ্লিষ্ট ঋণসমূহের বিপরীতে আরোপিত সুদ প্রকৃত আদায় ব্যতিরেকে আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে না।
- এককালীন এক্সিট সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণটি Special Exit under BRPD Circular No.-05/2019 হিসেবে সিআইবি'তে রিপোর্ট করতে হবে।
- CL-4 এর ৫নং কলামে তারিখের পাশাপাশি এককালীন এক্সিট সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণটি Special Exit হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

(চলমান পাতা-৩)

ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-০১/২০২০ তারিখ: ২৩.০১.২০২০

অন্যান্য নির্দেশনা:

- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময় অর্থাৎ ১৪.০২.২০২০ তারিখের মধ্যে ঋণগ্রহিতা কর্তৃক আবেদন করতে হবে। ঋণগ্রহিতার আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হতে ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তবে যেসব ক্ষেত্রে বিশেষ নিরীক্ষার প্রয়োজন হবে সেসব ক্ষেত্রে নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখ হতে ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পরে কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
- সকল পর্যায়ের ক্রেডিট কমিটির মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবসমূহ 'এসএমএ' মানে শ্রেণিকরণ করতে হবে এবং উক্ত ঋণসমূহের বিপরীতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ ভিত্তিক শ্রেণিমান বিবেচনায় প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে। প্রকৃত আদায় ব্যতিরেকে সংরক্ষিত প্রভিশন কোনভাবেই আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে না। ঋণের যে পরিমাণ অংশ আদায় হবে আনুপাতিক হারে প্রভিশনের সে পরিমাণ অংশ আয় খাতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট ঋণসমূহ 'এসএমএ' মান বিবেচনায় আবশ্যিক প্রভিশনের সমপরিমাণ প্রভিশন General Provision হিসেবে বিবেচনা করা যাবে এবং অবশিষ্ট অংশ Specific Provision হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে।
- আলোচ্য অনুমোদন ক্ষমতার আওতায় পুনঃতফসিল ও এককালীন এক্সিট বিষয়ে গৃহিত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবভিত্তিক শুদ্ধাকারে পরবর্তী ০১(এক) মাসের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ঋণ অগ্রিম বিভাগ-১ এ প্রেরণ করতে হবে। ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ মাঠ পর্যায় হতে প্রেরিত সিদ্ধান্ত/প্রস্তাবনা সদয় অবগতির জন্য পরিচালনা পর্ষদের সভায় উপস্থাপন করবে।
- এছাড়া ঋণ পুনঃতফসিল ও এককালীন এক্সিট সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের এতদসংক্রান্ত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ ও পরিপালন করতে হবে।

এ নির্দেশনা সার্কুলার জারীর তারিখ হতে কার্যকর হবে। এ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা/স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হলে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

অনুমোদনক্রমে-

২৩.০১.২০২০

(শওকত শহীদুল ইসলাম)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(বিভাগীয় দায়িত্বে)

সূত্র নং-প্রকা/ঋণওঅবি-১/২৩৭(Reschedule)/২০১৯-২০২০/৮৭৫(৪৫৪) তারিখ: ২৩.০১.২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো:

০১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৪। মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, রাকাব, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, সচিব, বিভাগীয়/ইউনিট/সেল প্রধান, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৬। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাকাব, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৭। অধ্যক্ষ, রাকাব, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।
০৮। সকল জোনাল ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
০৯। সকল জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১০। প্রকল্প পরিচালক, এসইসিপি, সিপিও, উপশহর, রাজশাহী।
১১। সহকারী মহাব্যবস্থাপক, রাকাব, ঢাকা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, রাজশাহী।
১২। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১৩। অফিস নথি/মহানথি।

২৩.০১.২০২০

(মোঃ হলিম উদ্দীন)
উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা